যুগান্তর

20 FEB 2015

ফজলুল হক সৈকত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে আধুনিক জীবন-ব্যব
প্রবেশ করেছে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া। মানু

আচার-আচর
অনুশীলন এবং বি
প্রকাশে এ
নতুনত্ব; পাঠাভ
প্রবেশ কা
ভিন্নতর
কলকারখা
প্রযুক্তির প্র
মানুষের ক
পরিশ্রমের ভ
দখল করেছে
রোবট প্রভৃতি।
যখন উৎ
সরাসরি প্রচুর

পৃথিবীর প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ ইন্টারনেট
স্বপ্নের। মেগাসিটিতে হাতেগোনা কিছু শি

করছে, স্বাভাবিক-ভাবেই বহু মানুষ তখন
হয়ে পড়ছে। তাই আধুনিক ছাপাখানায়
বিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও প্রকাশনা
শ্রমিকদের জায়গা দিনে দিনে সংকীর্ণ করে দি
বুক বা ইলেকট্রনিক বুক।

কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং ইন্টারনেট
কারণে বাজারে এসেছে ই-বুক পদ্ধতি। যেন
ওপরে রাখা কম্পিউটারের ভেতরে ঢুকে
দুনিয়ার সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি। কেউ-কে
করছেন, ই-বুক সনাতন পদ্ধতিতে প্রকা
প্রচলিত কাগজের বই-এর বাজারকে ধ্বংস
নীরবে। অনেকের ধারণা ই-বুক হাতের না

করা যায়, সেক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার এ ধরনের প্রয়াস চালাতেই হবে। বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা কবে এই চেতনার অঙ্গীকারে দীপ্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে পারব, তার ওপরই নির্ভর করবে সত্যিকার অর্থেই শহীদদের জীবনদানের মূল লক্ষ্য ও আদর্শের দৃঢ় ভিত-প্রতিষ্ঠা।

একুশের চেতনার আজকের এই বিপর্যয়ের পরও একথা বলাই যায়, একুশ আমাদের একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। এটি একটি জাতির জীবনে বিশাল অর্জন। হাজার বছরের ইতিহাসে যে বাঙালি জাতির কোনো স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল না, একুশের চেতনায় জাগ্রত বাঙালির রক্তদানের গৌরবজনক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে 'বাংলাদেশ' নামক সেই রাষ্ট্রের জন্মের চেয়ে বড় অর্জন আর কী হতে পারে? সীমাবদ্ধতা আমাদের ভেতরকার অসঙ্গতিপূর্ণ মানসিকতার দীনতা থেকে জাগ্রত, কিন্তু তা তো আমাদের এই রাষ্ট্রকে কখনও পরাভূত রাষ্ট্রের কলঙ্কতিলক মাথায় পরিয়ে দিতে পারবে না। তাই এই অর্জনকে আমি একুশের সবচেয়ে বড় অর্জন বলে মনে করি।

'যেজন বঙ্গেত জন্মি মনে পাকিস্তানি
সেজন কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'

শেখ আবদুল হাকিমের কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে যে পঙক্তি দুটি উচ্চারণ করলাম, মূলত তারা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকেই একুশের শত্রু ছিল, আজও আছে। এরা বহিঃশত্রু। কিন্তু যারা বাঙালি হয়েও বাঙালি চেতনাকে লালন করতে হীনমন্যতাবোধে ভোগে, তারাও একুশের চেতনার ঘোরতর শত্রু। আজ তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর বাড়িতে বাড়িতে অন্য ভাষাচর্চার নামে আত্মচেতনার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা, তার চেয়ে বড় শত্রুতা আর কিছু হতে পারে না।

একুশের মিত্র এখনও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, যারা আমার 'মুখের ভাষা'য় কথা বলে। সিম্পোজিয়াম, সেমিনার আর রাজনৈতিক বক্তৃতা-বিবৃতির মধ্য দিয়ে বৈষয়িক কিছু কাজ হয় বটে, কিন্তু তা একুশের চেতনাকে লালন করার ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা পালন করে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদি চেতনার অভ্যন্তরে অঙ্গীকারসমৃদ্ধ বিপ্লব সম্পন্ন না হয়, তাহলে শুধু বহির্তৎপরতা একুশের চেতনার সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে মাত্র, মিত্র হিসেবে খুব একটা কাজ করতে পারে বলে মনে হয় না। একুশের মিত্র হওয়ার জন্য তাই আগে প্রয়োজন নিজের আত্মার সঙ্গে বন্ধুত্ব। আর সেই বন্ধুত্ব সৃষ্টি না হলে একুশের মূল চেতনা ভাষা বিপ্লব এবং স্বাধীনতা— দুটোই একটি চোরাস্রোতের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকবে, এটা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। গ্রন্থনা : শুচি সৈয়দ

কায়দায় প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ। এখন বাংলাদেশের স্বাধীনভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিতে চায় তারা। বাকশালের চতুর্থ সংশোধনী ও পঞ্চদশ সংশোধনী চরিত্রগতভাবে মূলত এক ও অভিন্ন। স্বৈরতান্ত্রিক একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েমের হাতিয়ার হিসেবে সাংবিধানিক ক্যু সংগঠিত করাই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো। জনগণের অভিপ্রায় এবং সংকল্পই সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস। অথচ সেই জনগণের মাত্র ৫ শতাংশ ভোটের মালিকানা নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার নির্লজ্জ আস্ফালন করছে। সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, গণতন্ত্র মুক্তির এই আন্দোলনে ভোটের অধিকার, মৌলিক ও মানবাধিকার আদায়সহ সব ন্যায্য দাবি আদায়ের অপ্রতিরোধ্য গণজোয়ারকে স্তব্ধ করা যাবে না। গণমানুষের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহিংসার স্টিমরোলার দিয়ে কখনও দাবানো যায় না। সারা দেশে কথিত বন্দুকযুদ্ধে জোটের নেতাকর্মীদের হত্যা ও গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষমতার পটপরিবর্তন হলে এসব জঘন্য কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের মানবতাবিরোধী অপরাধ আদালতে বিচার করা হবে বলেও বিবৃতিতে সতর্ক করা হয়।

হাসিনা
অনেক
গ্রহণ কর
ঘোষণা
বিশেষ ব
তখন স
পশ্চিমবে
অনিষ্পন্ন
আহমেদ
বলেন—
একটা সু
পানি বণ্ট
ইতালির
এক প্রতি
মন্তব্য ক
ওয়ারেন্টি
বাণিজ্যম
(বাংলাদে
সীমান্তবি
তিনি বলে
ভারতের।
চুক্তি যেট
বর্তমান প্র
সেটি রেখি
তিস্তা পানি
চিন্তা-চেত
হবে এবং
বাংলাদেশ
পদক্ষেপ
বাণিজ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবাং
মমতা ব্যা
বাংলাদেশে
২১ ফেব্রু
অভ্যর্থনাও
বাণিজ্য ম
কর্মসূচি:
সঙ্গে সাক্ষা
চক্রের আ
আন্দোলনে
দু'দেশের
স্থানে দু'দে

তাগিদ : আহ্বানে সাড়া দেয়ার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও ডেমোক্রেটদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সের এমপি জোসেফ উইডেনহোলজার এবং ইউরোপিয়ান কনজারভেটিভ ও রিফর্মিস্ট গ্রুপের ক্যারল কারাস্কি।

বিবৃতিতে বলা হয়, ২০০১ সালের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা চুক্তির এক অনুচ্ছেদ মোতাবেক মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের জরুরি উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সফরের উদ্দেশ্য হল— এ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার, শিশু ও নারী অধিকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। আলোচনাকালে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট সহিংসতার এর বিরোধিতা করেন।

প্রতিনিধি দলের প্রধান বলেন যে, 'মানবাধিকার নিয়ে উদ্বেগের কারণেই আমরা এখানে এসেছি। বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে পেতে চাই আমরা। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার হবে জরুরি উপাদান।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যে অসন্তুষ্ট : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়েছে সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দল। বুধবার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে,